রাষ্ট্র-সংক্রান্ত তত্ত্ব
(Theory of the State)

বোদাঁর রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ধারণা ১৫৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য সিক্স বুকস্ অব্ দ্য কমনওয়েল্থ*-এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে। **স্যাবাইন** ও **থরসনের** মতে, সীমাহীন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় তাঁর মূল বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে ফেললেও অ্যারিস্টট্লকে অনুসরণ করেই রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বোদাঁর সময়ে বিভিন্ন দেশে ক্যাথোলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে বিরোধ রাষ্ট্রের ঐক্য ও কর্তৃত্বকে ভীষণভাবে খর্ব করেছিল এবং সাধারণের মঙ্গলসাধন ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অনেকাংশে হ্রাস করেছিল। তাই বোদাঁ রাষ্ট্রকে ধর্মতত্ত্বের জটিলতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এর দ্বারা তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, রাষ্ট্র এমন এক চরম ক্ষমতার অধিকারী, যা নৈতিক দিক থেকে সব নাগরিকের ওপর প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের কাজ জনগণের মঙ্গলসাধন করা, ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ নয়। তাই তিনি রাষ্ট্র সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদকে প্রত্যাখ্যান

অ্যারিস্টট্লের প্রভাব

Scanned with CamScanner

করেন। **বোদাঁ** মনে করতেন যে, প্রত্যেক সংঘই স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। ব্যক্তিস্বাধীনতা অপেক্ষা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতিই তিনি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাই রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎস আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাক্-সামাজিক অবস্থার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তিনি পরিবার থেকেই আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। বোদাঁর রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ধারণা অ্যারিস্টট্‌ল থেকে চুক্তিবাদী চিন্তাধারায় উত্তরণের অন্তর্বর্তী পর্যায়ে অবস্থিত।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **বোদাঁ** বলেছেন, কয়েকটি পরিবার ও তাদের যৌথ সম্পত্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি 'আইনসম্মত' সরকার যখন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে, তখনই তাকে রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়।[৪] অ্যারিস্টট্‌লকে অনুসরণ করেই বোদাঁ রাষ্ট্রকে পরিবারের একটি বৃহত্তর রূপ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কাছে রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গত বা প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। রাষ্ট্রকে একদল ডাকাতের মতো বিশৃঙ্খল জোট থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝানোর জন্য তিনি 'আইনসম্মত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বোদাঁ রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের একটি আইন-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর তত্ত্বে অ্যারিস্টট্‌লীয় তত্ত্বের আত্মীকরণ এবং বর্জন উভয়ই লক্ষ করা যায়।

বোদাঁর রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ধারণা বিশ্লেষণ করলে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। **প্রথমত,** বোদাঁর ধারণায় রাষ্ট্রগঠনে ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোনো ভূমিকা নেই। পরিবারের বিস্তৃতির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র এবং পরিবারের সদস্য হিসেবেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে ব্যক্তি বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায়নি। পরিবার ছাড়া ব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই এবং পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তির সুখ ও সমৃদ্ধি। রাষ্ট্র যেহেতু পরিবারের সমষ্টি, সেহেতু ব্যক্তির সুখ ও সমৃদ্ধির প্রশ্ন রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়নি। ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করাকে তিনি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করতেন। কর্তৃত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেজন্যই ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতার বিশ্লেষণ বর্জন করে তিনি পরিবার থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ হিসেবে ব্যক্তিস্বাধীনতা বা সামাজিক চুক্তিকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, বোদাঁর চিন্তাধারায় তা অনুপস্থিত। রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বৈধতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার চেয়ে আনুগত্যের ধারণাই তাঁর কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।

ব্যক্তির স্বতন্ত্র ভূমিকার অনুপস্থিতি

দ্বিতীয়ত, যদিও **বোদাঁ** অ্যারিস্টট্‌লকে অনুসরণ করে বলেছেন যে, রাষ্ট্র পরিবারসমূহের সমষ্টি, তথাপি তিনি অ্যারিস্টট্‌লের মতো রাষ্ট্রকে মানুষের সমাজজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। তিনি শক্তিকে রাষ্ট্রের প্রধান উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন। পিতার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে কিছু ব্যক্তির সমষ্টিকে বোদাঁ পরিবার বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, পরিবার হল মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণার ফলশ্রুতি। তাই তিনি পরিবারকে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫] কিন্তু তাঁর মতে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে। পরিবার থেকেই মানুষের যাত্রা শুরু। ক্রমশ একটি পরিবার থেকে সংখ্যাতীত পরিবারের সৃষ্টি হয়। সমস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশে কয়েকটি পরিবার কোনো এক সুবিধাজনক স্থানে বসবাস করতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সম্পত্তিগত কারণে বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধে। সংগ্রামে বিজিতরা দাসে পরিণত হয়। পরাজিত দলকে বিজয়ী দলের নেতা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে এবং নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনে। এইভাবে বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছিল। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বোদাঁ বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **স্যাবাইন** ও **থরসন** বলেছেন যে, বোদাঁর মতে, শক্তি প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাই বলে একমাত্র শক্তির জন্যই সার্বভৌম বা আইনগত শাসনকে তিনি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেননি।

রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে বলপ্রয়োগ

তৃতীয়ত, বোদাঁ-প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের ভিত্তি হল সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন থেকে পৃথক করে এবং এর অস্তিত্ব ছাড়া রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। সব সংগঠনের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। নিজস্ব ক্ষমতার অধিকারী হলেও অন্যান্য সংগঠন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সংগঠনগুলি এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। সার্বভৌম ক্ষমতা হল

রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে সার্বভৌমিকতা

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আইন প্রয়োগের ক্ষমতা। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতার জন্য সব নাগরিক আইন মানতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রজাদের ইচ্ছা বা জনসাধারণের নির্বাচনের ওপর নির্ভরশীল নয়। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কারণ, তা সার্বভৌমের আদেশকে প্রকাশ করে। সার্বভৌম ক্ষমতা স্থায়ী, অবিভাজ্য, অসীম ও চূড়ান্ত। বোদাঁ উল্লেখ করেছেন যে, এই সার্বভৌমত্ব সরকারের নয়, রাষ্ট্রেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌমত্বের ব্যবহার এক সরকারের পরিবর্তে অন্য সরকার করতে পারে, কিন্তু তা হল রাষ্ট্রের অন্যতম স্থায়ী গুণ। রাষ্ট্র যতদিন টিকে থাকে, সার্বভৌমত্ব ততদিনই বজায় থাকে। সরকারের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

চতুর্থত, বোদাঁর মতে, রাষ্ট্র যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও এর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে শক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সন্দেহমুক্ত ছিলেন না। যুক্তিকে তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার নিয়ামক বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, যুক্তি হল স্বাভাবিক আইন। এই আইন আবার নৈতিক আইন থেকে অভিন্ন। রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর শক্তি আর রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রকে আইনসংগত হতে গেলে যুক্তি ও নৈতিক আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এরই ভিত্তিতে ডাকাত এবং জলদস্যু দলের সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। কারণ, নৈতিক আইনের নিরিখে ডাকাতি বা দস্যুতাকে কখনোই সমর্থন করা যায় না।

যুক্তি

পঞ্চমত, বোদাঁ যদিও রাষ্ট্রের উৎপত্তি-সংক্রান্ত আলোচনায় অ্যারিস্টট্‌লের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তথাপি তাঁর মতো তিনি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের কথা ভাবেননি। **স্যাবাইন** ও **থরসন** বলেছেন যে, রাষ্ট্রের আদর্শ বা লক্ষ্য সম্পর্কে বোদাঁর কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক দর্শন গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নগর-রাষ্ট্রের লক্ষ্য আধুনিক রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত করা অসম্ভব। কাজেই সুখী ও সুন্দর জীবনের ধারণাকে তিনি আধুনিক রাষ্ট্রের বাস্তবানুগ লক্ষ্য বলে মনে করেননি। কেবল শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বস্তুগত উন্নতি বিধানের মধ্যে রাষ্ট্রের কাজকে তিনি সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। কারণ, তাঁর মতে, রাষ্ট্রের দেহ ও আত্মা দুই-ই আছে। দেহের প্রয়োজনটা অনেক বেশি জরুরি হলেও আত্মার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি কোনো পরিষ্কার মতামত জ্ঞাপন করেননি। ফলে বোদাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় রাজনৈতিক আনুগত্য-সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পরিলক্ষিত হয় না।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য

পরিশেষে, বোদাঁ-প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় সম্পত্তির এক বিশেষ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে, পরিবার ও তাদের যৌথ সম্পত্তি নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। পরিবার গঠনের পেছনে সম্পত্তির অবদান অনস্বীকার্য। তাই স্বাভাবিক নিয়মে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রেও সম্পত্তির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের মতো সম্পত্তিও স্বাভাবিক। বোদাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে রাখা। বোদাঁ সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্লেটো ও টমাস ম্যুরের সাম্যবাদে বোদাঁর কোনো আস্থা ছিল না। তিনি মনে করতেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা স্বাভাবিক আইনের বিরোধী। তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব হল—রাষ্ট্রকে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করলেও তিনি তার হাতে আর্থিক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রদান করতে চাননি। একদিকে রাষ্ট্রের অসীম সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি—এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা যথেষ্ট কঠিন। অনেকে মনে করেন যে, ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থেরদ্বন্দ্বের অনিবার্যতা অনুমান করেই হয়তো তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমকালীন বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই বোদাঁ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল পরিবারের ভিত্তি। কেবল স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায় না। চাহিদা মেটানোর জন্য পরিবারের কর্তাকে সম্পত্তি অর্জনের দিকে অবশ্যই নজর দিতে হয়। সুতরাং, সম্পত্তির অধিকার খর্ব করার অর্থ পরিবারকে ধ্বংস করা। কারণ, রাষ্ট্র যেহেতু পরিবার নিয়েই গঠিত, সেহেতু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলে রাষ্ট্রের ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে ওঠে। সম্পত্তির অধিকার-সংক্রান্ত এই চিন্তা পরবর্তীকালে লকের চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে। বোদাঁর মতো **লক্**-

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভূমিকা

Scanned with CamScanner

ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু বোদাঁর সঙ্গে লকের পার্থক্য হল এই যে, বোঁদা সম্পত্তির অধিকারকে ব্যক্তির হাতে না রেখে পরিবারের হাতে প্রদান করতে চেয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner